১১৬ দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAY 3 1 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দেশের সোয়া কোটি প্রতিবন্ধীর শিক্ষা ও পুনর্বাসনে পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী

॥ এস এম লায়েক আলী ॥ দেশের মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ অর্থাৎ ১ কোটি ২০ লাখ জনসমষ্টি প্রতিবন্ধী। এ সব প্রতিবন্ধীরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক অবহেলা ও করুণার পাত্র হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও বিভিন্ন সংস্থার পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণের অভাবই প্রতিবন্ধীদের দুর্ভোগের মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত সামাজিক সচেতনার অভাবেই প্রতিবন্ধীরা পরিবার ও সমাজ থেকে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত। ফলে সমাজের ৯০ ভাগ জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধীদের সাথে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করছে। আজও দেশের ৯০ ভাগ মানুষ প্রতিবন্ধীদের সমস্যা ও সমাধানের পন্থা অবগত নয়। এ জন্য প্রতিবন্ধীদের সাথে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিবাচক মনোভাব দেখান এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতি জরুরী হয়ে পড়েছে।

এ বিষয়ে সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম সমাজ সেবা অধিদফতর, পঞ্চগড়ের হাউস প্যারেন্ট জনাব মোঃ পান্নু মোল্যা (বিএবিএসএড, এমএসএস) সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বলেন, বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ যেমন বাংলাদেশ, ভারত পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, নেপাল প্রভৃতি দেশ অর্থনৈতিক-সামাজিক শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে। ফলে এ সব দেশের মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে জীবনযাপন করছে। অন্যদিকে, আমাদের দরিদ্র দেশের একটি অবহেলিত ও বঞ্চিত মানবগোষ্ঠী অর্থাৎ প্রতিবন্ধীরা আজকে সমাজের বোঝা ও করুণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা এ সকল প্রতিবন্ধীদের দায়ভার বহন করতে অনীহা প্রকাশ করছি। এ অবস্থার জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দায়ী করা চলে। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে স্বাভাবিক ব্যক্তিদের যেমন অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার অংশীদারিত্ব রয়েছে, তেমন করে একজন প্রতিবন্ধীরও এ সব অধিকারের সমান দাবী রয়েছে। অথচ আমরা মানে পরিবার ও সমাজের সকলেই প্রতিবন্ধীদের অবহেলা ও করুণার পাত্র করে রেখেছি। অপরদিকে এ সকল বিপর্যয়ের প্রধান উৎস হিসেবে সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারকে দায়ী করা চলে। কারণ আমরা যারা প্রতিবন্ধিত্বকে তার পাপের ফল বা অভিশাপ বলে থাকি, সেটা বাস্তবিক ভুল ধারণা এবং এটা একটা সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার।

পাশ্চাত্যের প্রতিবন্ধীদের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যেহেতু প্রতিবন্ধীরা দেশ রক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণে অক্ষম যেহেতু রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের বেঁচে থাকার অধিকারকেই স্বীকার করেনি। ফলে শিশু প্রতিবন্ধী হলে হত্যা করা হত এবং কন্যা শিশুদের মিলিটারীদের সেবা ও যৌন ভোগের সামগ্রী হিসেবে বাঁচিয়ে রাখত। চীন দেশে মাটির হাঁড়িতে করে নবজাতক প্রতিবন্ধী শিশুকে নদীতে ভাসিয়ে দিত অথবা মাটিতে পুঁতে রাখত। অর্থাৎ সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধীরা প্রাচীনকালে নানাভাবে অত্যাচারের স্বীকার হত। ফলে সে সময়ের সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতিবাচক মনোভাবই ছিল তাদের জন্য বড় অভিশাপ। অবশ্য প্রাচীন যুগে প্রতিবন্ধীদের দেশের বোঝা মনে করা হত, তাই অত্যাচার করেই এ অভিশাপ মুক্ত করা হত।

তবে প্রাচ্যে প্রতিবন্ধীদের প্রতি এতটা নির্যাতন না করলেও শিক্ষা ও আত্মনির্ভরশীলতার কোন উদ্যোগ নেয়নি। তাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা আরও বাড়তে থাকে। আধুনিককালে অবশ্য সারা বিশ্ব জুড়ে এক নতুন দিগন্তের পথ উন্মোচিত হয়। বর্তমানে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য এক আইন পাস করে।

যা PL : 94-142 বলে পরিচিত। এ আইনের বলে প্রতিবন্ধীদের মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করা হয়। যার ফলে প্রতিবন্ধীদের সাথে কিছুটা হলেও বর্তমানে সারা বিশ্ব ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করছে। আজ বিশ্বের প্রতিটি দেশ সাধ্যমত প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। আজকের আধুনিক বিশ্ব সেকালের নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার নাগপাশ ছিন্ন করে ...

বেশী রকম বিষয়ে তোলে। হোস্টেলে অবস্থানরত শিশুর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে।

সর্বোপরি পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের উষ্ণ সান্নিধ্যের কোন কমতি হওয়া উচিত নয়। এমনটি হলে শিশুটির জীবন হবে অভিশাপপূর্ণ।

সমাজ একটি বৃহত্তর জনসমষ্টি। সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রতিবন্ধীদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সর্বস্তরের মানুষকে প্রতিবন্দীদের প্রতি দয়া ও করুণার পরশ না দিয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা সর্বোত্তম পন্থা। প্রতিবন্ধী শিশুকে সাধারণ শিশুদের সাথে একত্রীকরণের দায়িত্ব সমাজকে নিতে হবে। অর্থাৎ শিশুর চাহিদা, দক্ষতা, ক্ষমতা ও অনুরাগ হিসেবে তার জন্য শিক্ষা ও পুনর্বাসনের সুযোগ করে দিতে হবে। সামাজিক কার্যক্রমে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণে উৎসাহ দিতে হবে। কারণ সমাজের বেকার সমস্যার দায়ভার সমাজকেই নিতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি প্রতিবন্ধীর হাতে দান-খয়রাতের নামে করুণা করে তাতে সমাজের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। এজন্য প্রতিবন্ধীদের সমাজে স্থান করার দায়িত্ব সমাজকেই নিতে হবে। অবশ্য প্রতিবন্ধীদের আত্মনির্ভরশীল করা কোন সহজ ব্যাপার নয়। এ জন্য দরকার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ। আমাদের দেশের কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, গ্রন্থকার প্রতিবন্ধীদের নিয়ে গঠনমূলক গল্প, নাটক, প্রবন্ধ ও সাহিত্য রচনা করতে পারেন। যাতে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়। প্রমাণ করতে হবে প্রতিবন্ধীরা উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। তারা শিক্ষা ও পুনর্বাসনের সুযোগ পেলে সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। গ্রাম পর্যায়ে জারি গান, সারি গান, যাত্রা, নাটকের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের বাস্তবতা সকলকে জানাতে হবে।

বেতার-টেলিভিশনের মত গণমুখী মাধ্যম প্রতিবন্ধীদের নিয়ে গঠনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের কথা সমাজকে জানাতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য পুস্তকে প্রতিবন্ধীদের উল্লেখ করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে নানান প্রকার অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে যে সব মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করবে তাদের কর্তব্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

* প্রতিবন্ধীদের আত্মনির্ভরশীলতার জন্য যে সকল ব্যবস্থা রয়েছে সে সকল বিষয় সমাজের মানুষকে জানাতে পারে।
* প্রতিবন্ধীদের কি ধরনের সমস্যা আছে এবং কিভাবে সেগুলো সমাধান হবে সেটা পরিবার ও সমাজে জানাতে হবে।
* দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রকল্প ও সংস্থার কর্মসূচী সম্পর্কে প্রতিবন্ধীর পরিবার ও সমাজকে জানাতে পারে।
* প্রতিবন্ধী শিক্ষা ও পুর্নবাসন পদ্ধতির প্রচার ব্যবস্থা নিতে পারে যাতে সমাজের ধারণার পরিবর্তন আসে।
* প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নমূলক কাজের অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করার সহায়তা প্রদান করা।
* স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা।
* মৌলিক অধিকার প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা।
* তাদের সমাজে আত্মনির্ভরশীল হতে তার চাহিদা ও ক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করা।
* প্রতিবন্ধীদের কোন শক্তির নিকট এককভাবে অনুগত না রেখে তাদের ক্ষমতা প্রদানে প্রচার করা।
* প্রতিবন্ধিত্বের কারণ ও তার প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রচার করা। শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচার করতে সহায়তা প্রদান।

আমান উল্লাহ আমান এমপি

মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি রয়েছে। যার ফলে ছাত্ররা আন্দোলনে সংগঠিত হতে পারছে না। ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে এটা কে কি ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন না?

উত্তর ঃ ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে এবং গতিশীলতা আসছে এবং যেখানে যেখানে স্থবিরতা ছিল, ছাত্রদল সেটাকে কাটিয়ে উঠছে। আন্তরিকতা সহকারে চেষ্টা করছে নেতৃবৃন্দ। আমার মনে হয়, খুব শীঘ্রই তা কাটিয়ে উঠতে সম্ভব হবে। আভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা যদি বলেন তাহলে বলব, এখানে প্রতিযোগিতা রয়েছে। এতবড় একটি ছাত্র সংগঠনে প্রতিযোগিতা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। তবে সংগঠনের স্বার্থ-বিরোধী কাজে কেউ জড়িত নয়। ... থাকবেই।

করে দিয়েছে। আমরা অবশ্যই ডাকসু নির্বাচন চাই। তবে তার আগে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিটি হলে প্রতিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সহ-অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। এখন তো কোন হলেই ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দকে থাকতে দেয়া হচ্ছে না। ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছাত্রদলকে বাইরে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন দিন ডাকসু নির্বাচন হয়নি। হবেও না কোন দিন। গোটা ছাত্র সমাজের সবচেয়ে প্রিয় সংগঠন ছাত্রদল। সেই সংগঠনকে বাদ দিয়ে যদি ডাকসু নির্বাচন হয়, কারা সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে? ছাত্রলীগের গুটিকয়েক সন্ত্রাসী দিয়ে তো আর নির্বাচন করতে পারবে না।

নেই। যেমন– আমার নিজের নামে ১৭টি মিথ্যা মামলা রয়েছে। আমাদের সূত্রাপুরের নেতা মোহনের নামে ১১৭টি মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে। এভাবে আমাদের কণ্ঠকে, আমাদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য চেষ্টা চলছে। কিন্তু দেশ যখন অচল হয়ে পড়ে, স্থবির হয়ে পড়ে, সরকার দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থতার, অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে তখন আমরা বসে থাকতে পারি না। আপনারা দেখেছেন বিদ্যুৎ সঙ্কটের কারণে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর পদত্যাগ করিয়ে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেবার পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি রক্ষা করতে না পারায় বদলে দেয়া হল, এরপর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। আরও বেশী হত্যাকাণ্ড হচ্ছে, আরও বেশী সন্ত্রাস হচ্ছে। এখন মন্ত্রী পরিবর্তন না করে জেলা থেকে ডিসি, এসপি পরিবর্তন না করে আমার মনে হয় সরকারের ব্যর্থতায় সমগ্র বাংলাদেশে

সমস্যার কারণে এতদিন ছিলেন না তারাও এখন আসছেন। আগের চেয়ে বেশী আসছেন।

প্রশ্ন ঃ বিএনপির মিডিয়া বিমুখতার কারণ কি?

উত্তর ঃ আসলে বিএনপি কাজে বিশ্বাসী। প্রচারের দিকে আমরা এভাবে নজর দিইনি। আমাদের দেশে যে সকল পত্র-পত্রিকা আছে সেগুলোর বেশীরভাগ আওয়ামী মালিকদের। সেখানে অনেক সময় সাংবাদিকরা লিখলেও সম্পাদকদের কারণে, মালিকদের কারণে ছাপা হয় না। তবে আমি মনে করি, যেমন বিবিসিসহ অন্যান্য বিদেশী গণমাধ্যমগুলো থেকে জনগণ ঠিকই প্রকৃত তথ্য কিছুটা হলেও জানতে পারছে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে দৈনিক ইনকিলাব একটা ঐতিহাসিক Role Play করছে। দেশ রক্ষার জন্য, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য, দেশের মানুষকে বাঁচানোর জন্যে, ...